বাংলাদেশের অর্থনীতি

Shahriar Newaz

Instructor, P2A

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

- বাংলাদেশে অর্থবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরন হলো: মিশ্র অর্থনীতি।
- মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে।

অর্থনীতির সাথে জড়িত মৌলিক বিষয়াবলি

GDP (মোট দেশজ উৎপাদন)

- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে দেশি বিদেশি উভয় নাগরিকগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

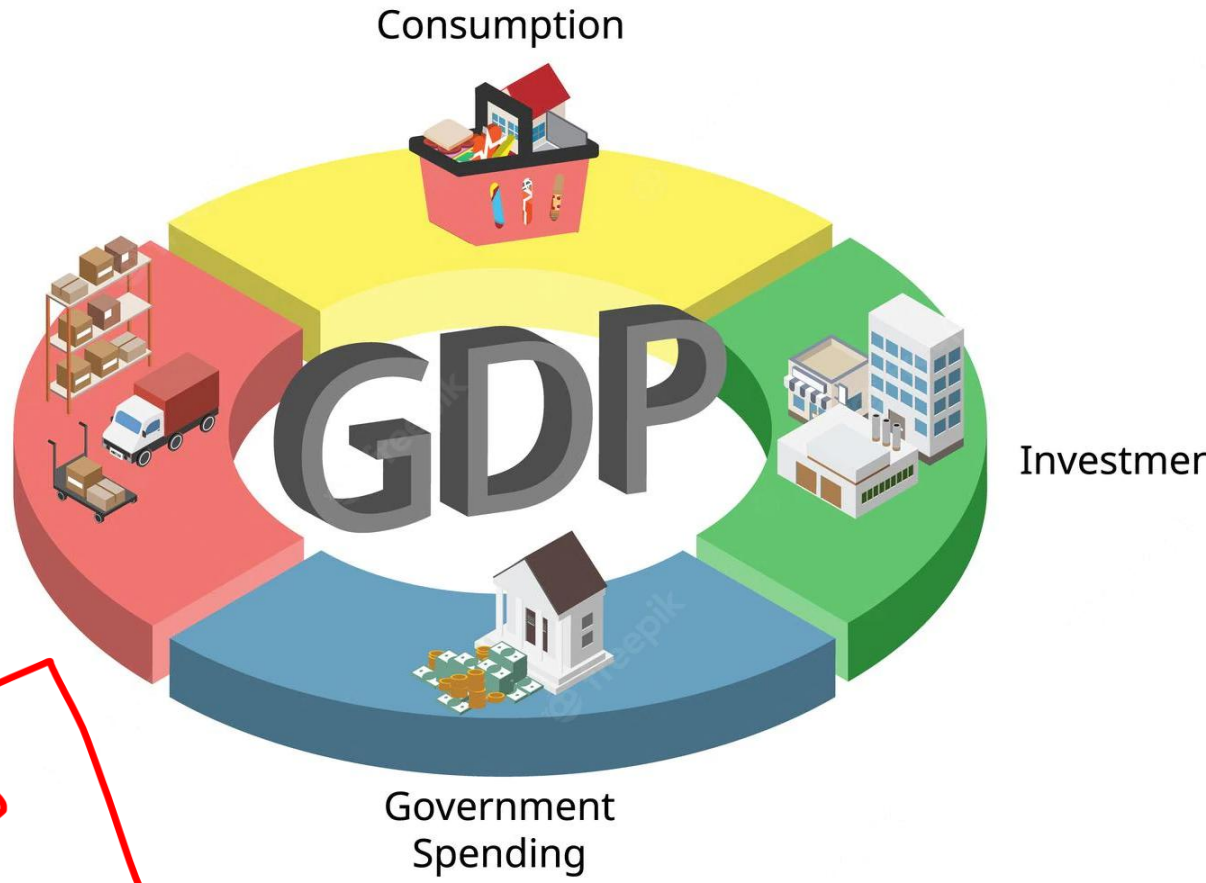

- মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ৩টি বৃহত্তর খাতে সমন্বিত করে মোট ১৯টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়।
  - কৃষি, শিল্প এবং সেবা।

কৃষি

- কৃষি, বনজ এবং মৎস্য সম্পদ

শিল্প

- খনিজ ও খনন
- শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস
- পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- নির্মাণ

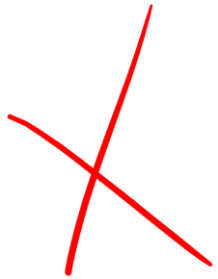

সেবা

- পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত
- পরিবহন ও সংক্ষণ
- বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম
- তথ্য ও যোগাযোগ
- আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
- রিয়েল এস্টেট সেবা
- পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা
- প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম
- লোকপ্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা
- শিক্ষা
- জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক সেবা
- শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন
- অন্যান্য সেবা

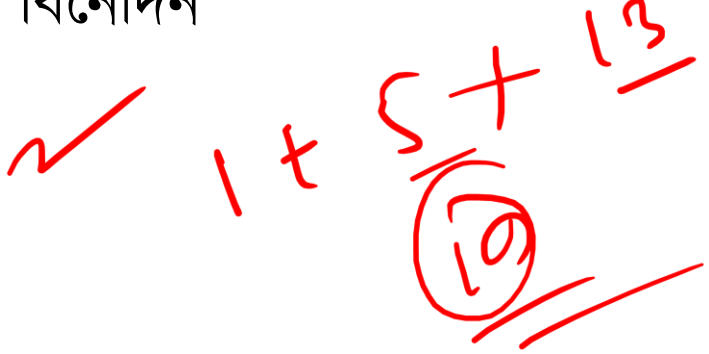

GNP (Gross National Product)

- মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক দেশ-বিদেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বা (GNP) বলে।

- GNP তে বিদেশে কর্মরত দেশীয় জনগণের আয়সহ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রতিফলন ঘটে বলে GNP দ্বারা দেশের জনগণের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

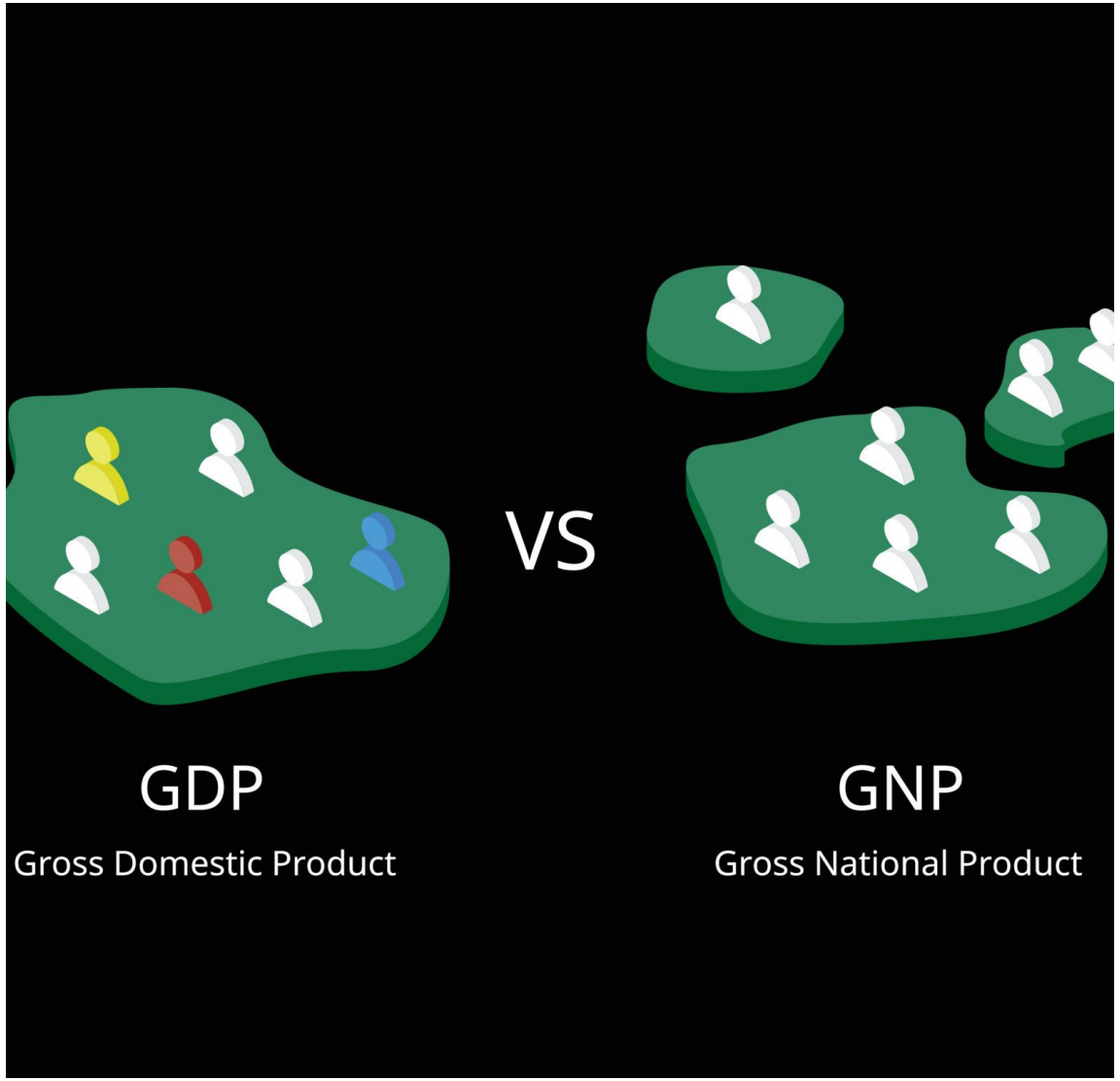

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস

- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে ২ ভাগে করা যায়।

  যথা- কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব

কর রাজস্ব

- বাণিজ্য শুল্ক (আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক), আবগারি শুল্ক, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব

কর-বহির্ভূত রাজস্ব

- ফি, মাশুল, টোল ও লেভি

কর

কর হলো সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে প্রদেয় মূল্য।

কর

- প্রত্যক্ষ কর
- পরোক্ষ কর

প্রত্যক্ষ কর

এই ধরনের কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপ করা হয়, সেই উক্ত কর পরিশোধ করে।

যেমন: আয়কর, ভূমি রাজস্ব কর, নিবন্ধন, অস্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি।

E-TIN

- Electronic Taxpayer Identification Number (12 Digit)

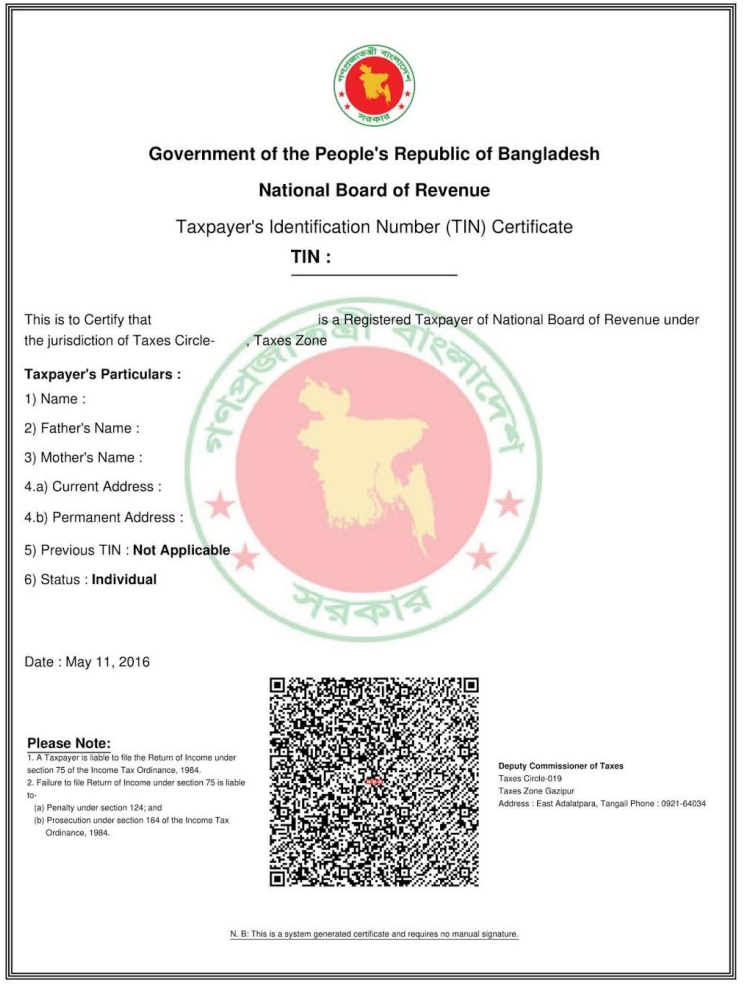

Government of the People's Republic of Bangladesh

National Board of Revenue

Taxpayer's Identification Number (TIN) Certificate

TIN :

This is to Certify that is a Registered Taxpayer of National Board of Revenue under the jurisdiction of Taxes Circle- , Taxes Zone

Taxpayer's Particulars :

1) Name :

2) Father's Name :

3) Mother's Name :

4.a) Current Address :

4.b) Permanent Address :

5) Previous TIN : **Not Applicable**

6) Status : **Individual**

Date : May 11, 2016

Please Note:

1. A Taxpayer is liable to file the Return of Income under section 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
2. Failure to file Return of Income under section 75 is liable to-
   (a) Penalty under section 124; and
   (b) Prosecution under section 164 of the Income Tax Ordinance, 1984.

Deputy Commissioner of Taxes
Taxes Circle-019
Taxes Zone Gazipur
Address : East Adalatpara, Tangail Phone : 0921-64034

N. B: This is a system generated certificate and requires no manual signature.

পরোক্ষ কর

করদাতা নিজে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি কর প্রদান না করে অন্য কোনো মাধ্যমে সরকারকে কর প্রদান করলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

উদাহরণ: মূসক, আমদানি শুল্ক, বিক্রয় কর, পণ্যকর ইত্যাদি

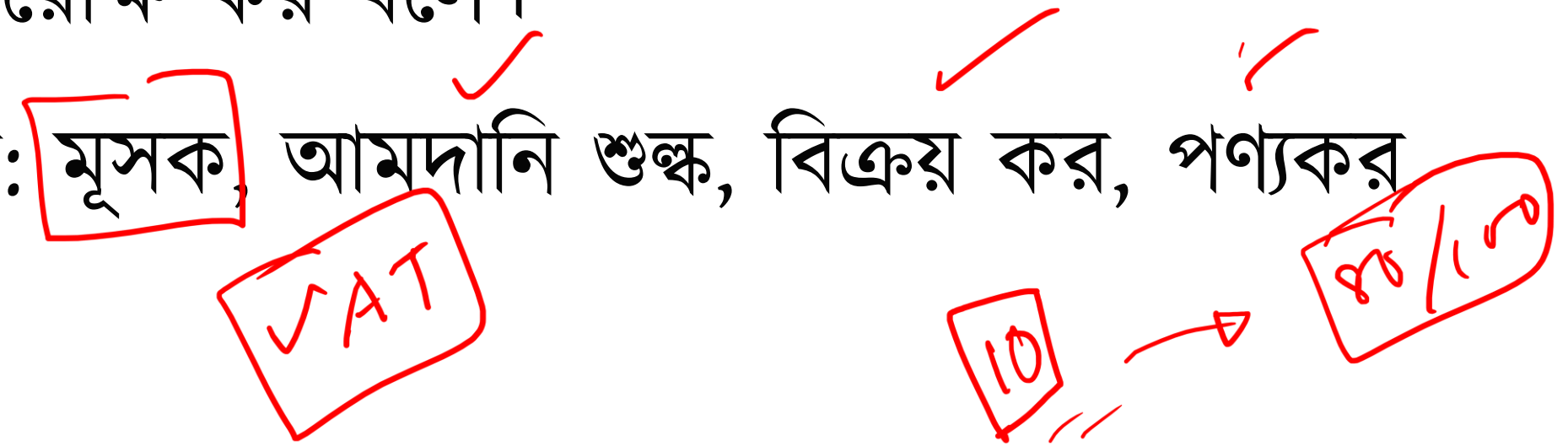

মূসক

মূসকের পূর্ণরূপ হলো- ‘মূল্য সংযোজন কর’।

একে ইংরেজিতে VAT বা **Value Added Tax** বলা হয়।

বাংলাদেশে ভ্যাট

- চালু হয়: ১ জুলাই, ১৯৯১
- সর্বোচ্চ ভ্যাটের হার: ~~১৫%~~
- ভ্যাটের স্তর ৪টি:

✓৫%

✓৭.৫%

✓১০%

✓১৫%

আবগারি শুল্ক (Excise Duty)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত, বিক্রীত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।

Sin tax

এটি এক ধরনের আবগারি শুল্ক। সমাজের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিত করতে এই কর আরোপ করা হয়।

সম্পূরক শুল্ক (Supplement Duties)

- বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ কর (VAT, Income Tax, Profit Tax, Custom Duties) ছাড়াও অতিরিক্ত আরোপ করা হয়, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলা হয়।

পথশুল্ক (Toll)

- পণ্য পরিবহনে বন্দর, সড়ক বা স্থান ব্যবহারের জন্য যে কর নেয়া হয়।

- Let’s Recap

What is Generalized System of Preferences (GSP)?

GSP (Generalized System of Preferences/ Generalized Scheme of Preferences)

- উন্নত দেশ কর্তৃক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার।

- GSP of USA - Generalized System of Preferences
- GSP of EU - Generalized Scheme of Preferences

- মূলত ৭০-এর দশক থেকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর রপ্তানি বাড়ানোর জন্য UNCTAD এই সুবিধার প্রস্তাব করে যেন রপ্তানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে।
- পরে WTO থেকে GSP গাইডলাইন ঠিক করে দেওয়া হয়।
- সর্বপ্রথম GSP চালু করে EU, ১৯৭১ সালে।

- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম GSP সুবিধা দেয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ GSP সুবিধা হারায়— ২৭ জুন, ২০১৩ সালে
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা ফিরিয়ে দিতে শর্ত দিয়েছে- ১৬টি

GSP of EU - Generalized Scheme of Preferences

- ৩ রকমের প্ল্যান রয়েছে

1. Standard GSP
2. GSP+
3. EBA (Everything But Arms)

Standard GSP

- নিম্ন এবং নিম্নমধ্যবিত্ত দেশগুলোকে সাধারণ জিএসপি সুবিধা দেয়া হয়।

GSP+

- টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় জিএসপি প্লাস এর আওতায়। এর আওতায় নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত দেশগুলোকে শূন্য শতাংশ শুল্কের আওতায় আনা হয়।
- তবে এর জন্য জিএসপি প্লাসভুক্ত দেশগুলোকে মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুশাসন সংক্রান্ত ২৭টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সই করতে হয় এবং সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হয়

EBA (Everything But Arms)

- এলডিসি ভুক্ত সব দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়।
- একটা দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার তিন বছর পর নিয়মানুযায়ী সেটি সাধারণ জিএসপি সুবিধার আওতায় পড়বে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাধারণভাবেই ২০২৯ সালের পর আর ইবিএ সুবিধা পাবে না।
- এর পর জিএসপির আওতায় আসবে দেশটি। তবে বাংলাদেশ তখন জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার আবেদন করতে পারবে।

- Let’s Recap

বাংলাদেশের অর্থনীতি

১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদে অর্থমন্ত্রী

তাজউদ্দিন আহমদ

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন - তাজউদ্দিন আহমদ
- পরিমাণ – ৭৮৬ কোটি টাকা

অর্থ উপদেষ্টা

- ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
- বাজেট দেওয়া ১৪তম ব্যক্তি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগ আছে: ৪ টি

- অর্থ বিভাগ (Finance Division-FD)
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (Economic Relations Division-ERD)
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (Internal Resources Division-IRD)
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (Financial Institutions Division-FID)

অর্থ বিভাগ

- বাজেট প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বীমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- The Security Printing Corporation Bangladesh Limited (SPCBL)
- বাংলাদেশের ব্যাংক নোট ও সরকারি ডাকটিকিটের প্রধান ছাপাখানা – টাকশাল

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

- সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়ানো। ভূমি রাজস্ব ব্যতীত আয়কর, লটারি, জাতীয় সঞ্চয় ও স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক সম্পদআহরণ করে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়: Annual financial statement.
- বাজেট প্রণয়ন করে: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশের অর্থবছরের সময়কাল: ১লা জুলাই ৩০শে জুন

P2A

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- ৫৪তম বাজেট
- অন্তর্বর্তীকালীন সহ ৫৫তম
- স্লোগান: বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- বাজেট উত্থাপন ২ জুন, ২০২৫
- বাজেট পাশ - ২২ জুন, ২০২৫
- কার্যকর হবে ১ জুলাই, ২০২৫

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- বাজেটের আকার: ৭ লাখ ৮৯ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা
- জিডিপির ১২.৭%

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.৫%
- মূল্যস্ফীতি – ৬.৫%

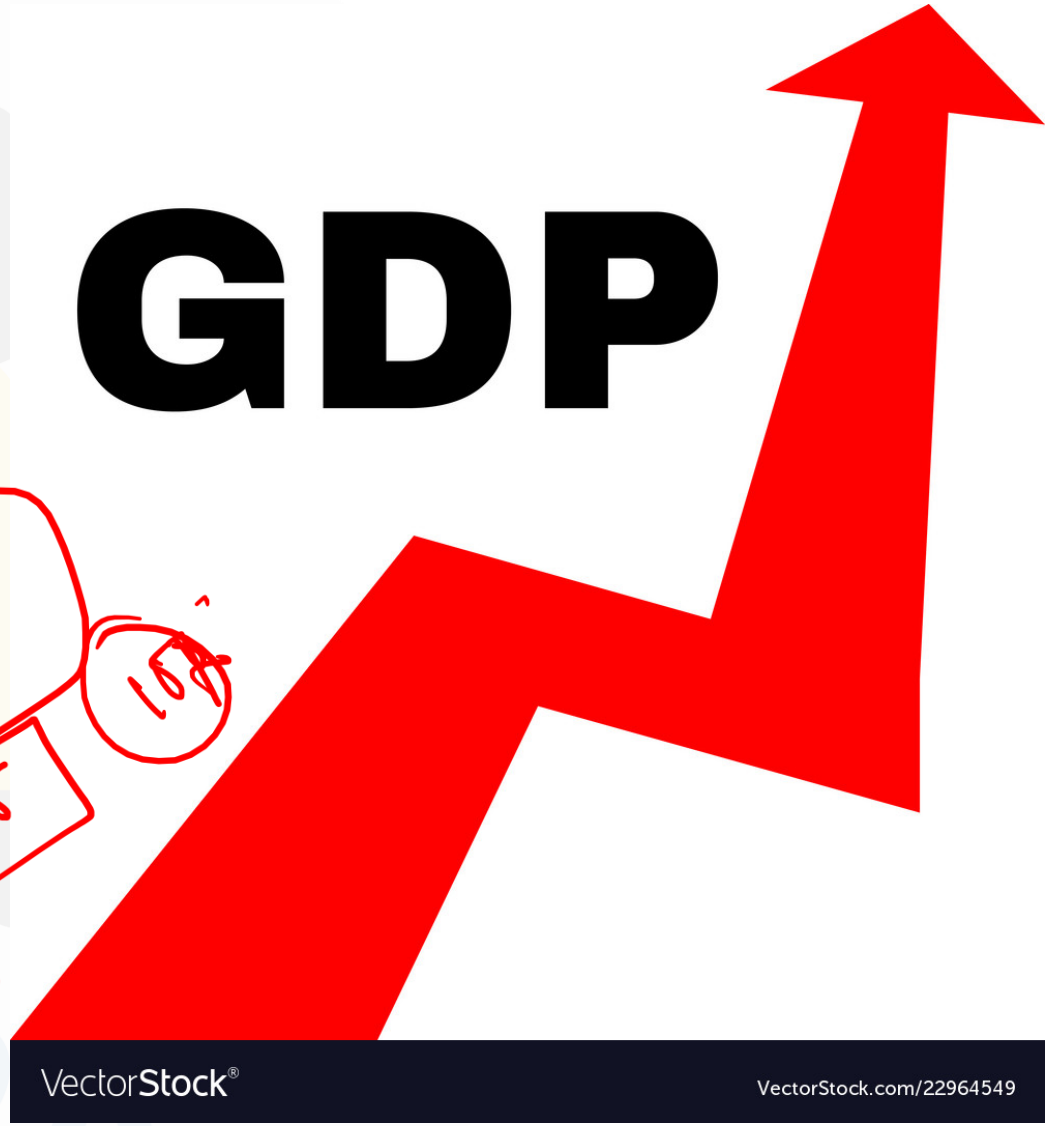

বাজেট ২০২৫-২০২৬

- রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা – ৫,৬৪,০০০ কোটি টাকা
- ঘাটতি – ২,২৬,০০০ কোটি টাকা

সর্বোচ্চ বরাদ্দ

- জনপ্রশাসন খাত: ১,৮৩,০৮৮ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের: ২৩.৫৩%
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত: ১,১০,৩৫৭ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের: ১৪.০০%
- পরিবহন ও যোগাযোগ: ৭১,৩৪৪ কোটি টাকা
- মোট বাজেটের ৯.০৩%

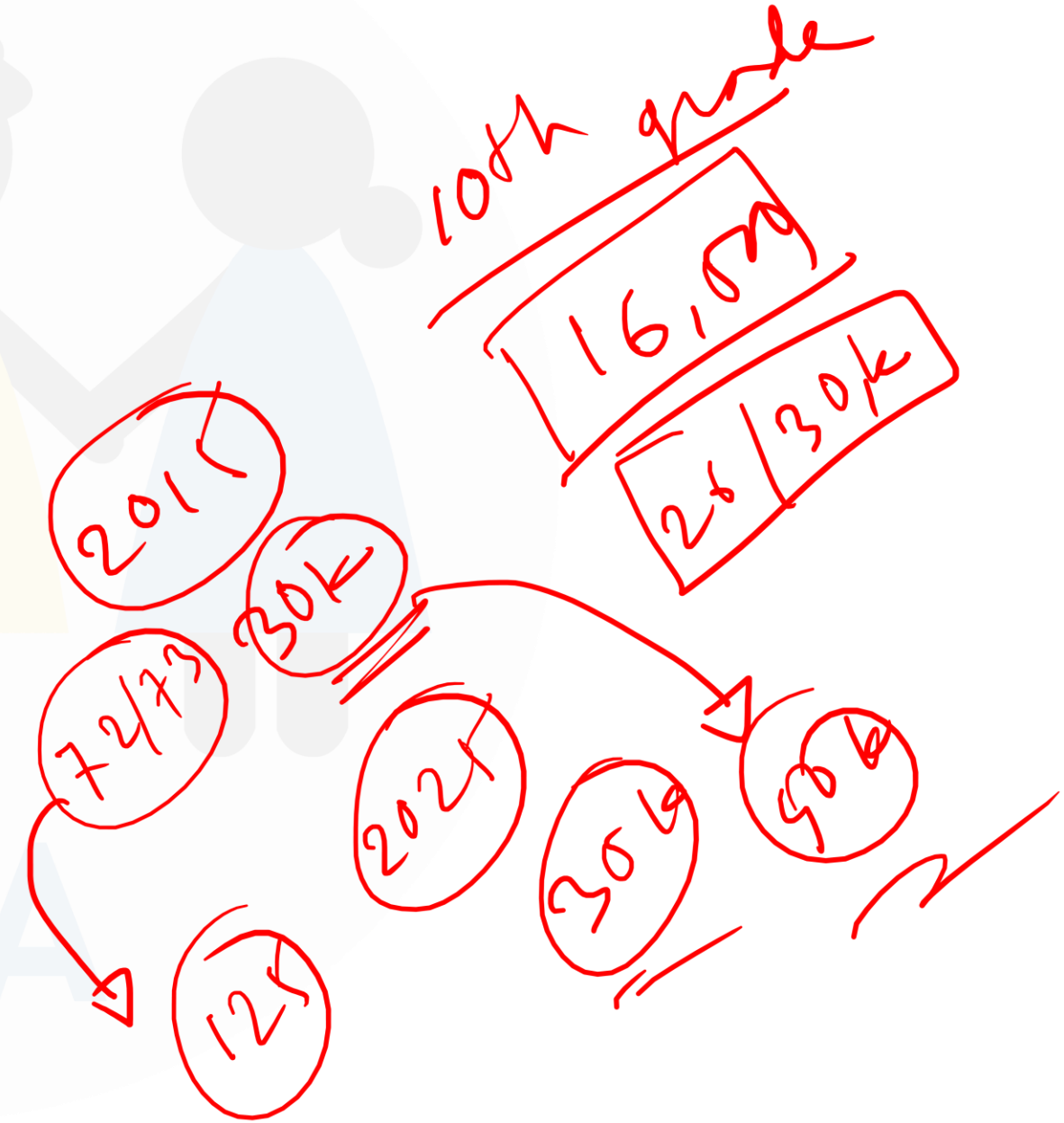

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) - ২,৩০,০০০ কোটি টাকা

এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়া ৫ সেক্টর

সেক্টর / খাত	বরাদ্দ
পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত	৫৮ হাজার ৯৭৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা (২৫.৬৪%)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৩২ হাজার ৩৯২ কোটি ২৬ লাখ টাকা (১৪.৮%)
শিক্ষা	২৮ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা (১২.৪২%)
গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলী খাত	২২ হাজার ৭৭৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা (৯.৯০%)
স্বাস্থ্যে খাত	১৮ হাজার ১৪৮ কোটি ১৪ লাখ টাকা (৭.৮৯%)

P2A

করসীমা

করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতার ধরন	২০২৫-২০২৬ করবর্ষ
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা
গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতা	
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

- বয়স্ক ভাতা ৬৫০ টাকা
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ৬৫০ টাকা
- মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি ৮৫০ টাকা
- প্রতিবন্ধী ৯০০ টাকা

- ২৪ নভেম্বর ২০২৬ স্বাভাবিক নিয়মে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিক উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জনসংখ্যা (মিলিয়ন) – ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৯ হাজার
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.৩৩%
- জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার - ১১৭১ জন

- বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স - ১৭.১০ কোটি
- ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ - ১৬.৯৮ কোটি
- সাময়িক হিসাব (২০২৪-২০২৫) – ১৭.২৮ কোটি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর) – ৭২.৩,
- পুরুষ – ৭০.৮,
- মহিলা – ৭৩.৮

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর +) – ৭৭.৯%
- পুরুষ – ৮০.১%
- মহিলা – ৭৫.৮%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- দারিদ্র্যের হার (%) – ১৮.৭,
- চরম দারিদ্র্যের হার (%) – ৫.৬

P2A

GDP

- বৃহত্তর খাত – ৩ টি
- ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরে GDP খাত ছিলো: ১৫টি।
- ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছর থেকে GDP খাত: ১৯টি।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মোট শ্রমশক্তি – ৭.৩৫ কোটি

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে-

১. কৃষি – ~~৪৫~~
২. সেবা – ~~৩৮~~
৩. শিল্প – ~~১৭~~

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার – ৩.৯৭%
- জিডিপিতে খাতভিত্তিক অবদান:
  - সেবা – ৫১.৬২%,
  - শিল্প – ৩৭.৪৪%,
  - কৃষি – ১০.৯৪%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- জিডিপিতে খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার:
- সেবা – ৪.৫১%,
- শিল্প – ৪.৩৪%,
- কৃষি – ১.৭৯%

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে জিডিপিতে খাত ভিত্তিক শ্রমশক্তি, অবদান এবং প্রবৃদ্ধির হার

খাত	অবদান	প্রবৃদ্ধির হার	শ্রমশক্তি
সেবা	৫১.৬২%	৪.৫১%	৩৮%
শিল্প	৩৭.৪৪%	৪.৩৪%	১৭%
কৃষি	১০.৯৪%	১.৭৯%	৪৫%

**মোট শ্রম শক্তি – ৭.৩৫ কোটি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার) – ২,৮২০
- মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার) – ২,৬৭১

- এডিবির হিসেবে মাথাপিছু জিডিপি – ২৬২৫ ডলার (দক্ষিণ এশিয়াতে – ৫ম)
- বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে মাথাপিছু জিডিপি – ২৫৯৩ ডলার

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

- মূল্যস্ফীতি (%) – ৯.৭৪%

- Let's Recap

অর্থ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দপ্তর ও সংস্থা

TCB

- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) হল বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা যা বিভিন্ন বাণিজ্য ও ব্যবসা নিয়ে কাজ করে।

TCB এর মিশন:

নিদিষ্ট কিছু সংখ্যক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহ করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভুমিকা রাখা

পরিকল্পনা কমিশন

- ১৯৭২-জানুয়ারি
- সদর দপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ে।
- চেয়ারম্যান প্রধান উপদেষ্টা।
- ভাইস চেয়ারম্যান পরিকল্পনামন্ত্রী।
- কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

ECNEC

- ECNEC প্রতি মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ECNEC এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- **সভাপতি/চেয়ারপারসন: প্রধান উপদেষ্টা।**
- বিকল্প চেয়ারম্যান: মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- সদস্য: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ।
- কার্যাবলি - প্রকল্প অনুমোদন

NEC

- National Economic Council
- জাতীয় নীতি ও উদ্দেশ্য সংবলিত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন করে।
- আহ্বায়ক – পরিকল্পনামন্ত্রী
- সভাপতি – প্রধান উপদেষ্টা
- বিকল্প সভাপতি – অর্থমন্ত্রী
- নিয়মিত বৈঠক – বৃহস্পতিবার
- কার্যাবলি - পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- পরিকল্পনার ধরন - দীর্ঘমেয়াদি

BBS

- ~~১৯৭৪~~ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিবিএস সকল প্রকার পরিসংখ্যান কর্মসূচি (আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, শিল্প কারখানা, স্থাপনা শুমারি) পরিচালনা করে।

যে সংস্থা যা নিয়ন্ত্রণ/প্রণয়ন করে

- জাতীয় রাজস্ব আয়/বীমা

-অর্থ মন্ত্রণালয়

- ট্যারিফ কমিশন

-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

স্পারসো নিয়ন্ত্রণ করে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে

- Let's Recap

Chapter 9: জ্ঞান আর স্পষ্টতার আলো (Knowledge & Clarity group)

- রাফি আর আয়েশা অনেক পথ পেরিয়েছে। এবার তারা শিখল—ভয়, দুঃখ, চরিত্র, সাফল্য, সময়, মিথ্যা আর বিশৃঙ্খলার পর জীবনের আরেকটা বড় পাঠ: **জ্ঞান আর স্পষ্টতা**।
- একদিন লাইব্রেরিতে বসে আয়েশা বই পড়ছিল। হঠাৎ বলল,
  "দেখো, আমাদের জীবনে অনেক সময় anomaly (অসঙ্গতি) ঘটে। চারপাশ সবাই একরকম, কিন্তু হঠাৎ কেউ আলাদা হয়ে যায়।"
- রাফি মাথা নেড়ে উত্তর দিল,
  "হ্যাঁ, আর মাঝে মাঝে আমরা নিজেরাই ambivalent (দ্বিধাগ্রস্ত)—কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ঠিক বুঝতে পারি না।"
- শিক্ষক তখন এসে বললেন,
  "তোমরা জানো, সবচেয়ে বড় বিপদ কী? যখন সত্যিকেও equivocal (অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক) করে ফেলা হয়। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়।"
- তিনি বোর্ডে লিখলেন vague (অস্পষ্ট)।
  "যখন কোনো ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় না, তখন সেটা vague হয়। কিন্তু বিজ্ঞান বা সত্যের আসল সৌন্দর্য হলো precise (স্পষ্ট, নির্ভুল) হওয়া।"
- আয়েশা হাসল,
  "আমাদের এক বন্ধু তো সবসময় এমনভাবে বোঝায় যে কিছুই intelligible (বোঝার মতো) থাকে না। আরেক বন্ধু আবার এত স্পষ্ট করে বলে যে সবাই সহজেই বুঝে ফেলে।"
- শিক্ষক শেষ কথায় বললেন,
  "জীবন কখনো সহজ নয়। কখনো erratic (খামখেয়ালি) হয়ে ওঠে, কখনো labyrinth (জটিল)। কিন্তু জ্ঞান যখন স্পষ্ট হয়, তখনই মানুষ সত্যিকার অর্থে আলোকিত হয়।"

এই অধ্যায়ে রাফি আর আয়েশা শিখল—

- অসঙ্গতি (anomaly) চিনতে হবে।
- দ্বিধা (ambivalent) কাটিয়ে উঠতে হবে।
- অস্পষ্টতা (equivocal, vague) এড়িয়ে চলতে হবে।
- নির্ভুলতা (precise) আর বোধ্যতা (intelligible) অর্জন করতে হবে।

Chapter 9 – Knowledge & Clarity (Mnemonics + Examples)

- **Anomaly – অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা**

  📌 Mnemonic: *"A + normal" → যা normal নয় = anomaly।*

  📝 Example: The doctor noticed an anomaly in the patient's heartbeat.

- **Ambivalent – দ্বিধাগ্রস্ত, মিশ্র অনুভূতি**

  📌 Mnemonic: *"Ambi (both) + valent (value)" → দুই দিকেই টান = ambivalent।*

  📝 Example: She felt ambivalent about moving to a new city.

- **Equivocal – অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক**

  📌 Mnemonic: *"Equal + vocal" → দুই রকমভাবে বলা = অস্পষ্ট।*

  📝 Example: The politician gave an equivocal answer to the question.

- **Vague – অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট**
  - 📌 Mnemonic: *"Vacant idea" → মাথা ফাঁকা, তাই vague।*
  - 📝 Example: His vague explanation confused everyone.
- **Precise – স্পষ্ট, নির্ভুল**
  - 📌 Mnemonic: *"Pre + size ঠিক" → একদম সঠিক আকার = precise।*
  - 📝 Example: The report needs precise data to be valid.
- **Intelligible – সহজে বোঝা যায় এমন**
  - 📌 Mnemonic: *"Intelligent + able" → বুদ্ধিমানরা সহজে বোঝে।*
  - 📝 Example: The lecture was clear and easily intelligible to students.

Thank You